ফয়যানে ইমাম বুখারী

31-May-2019

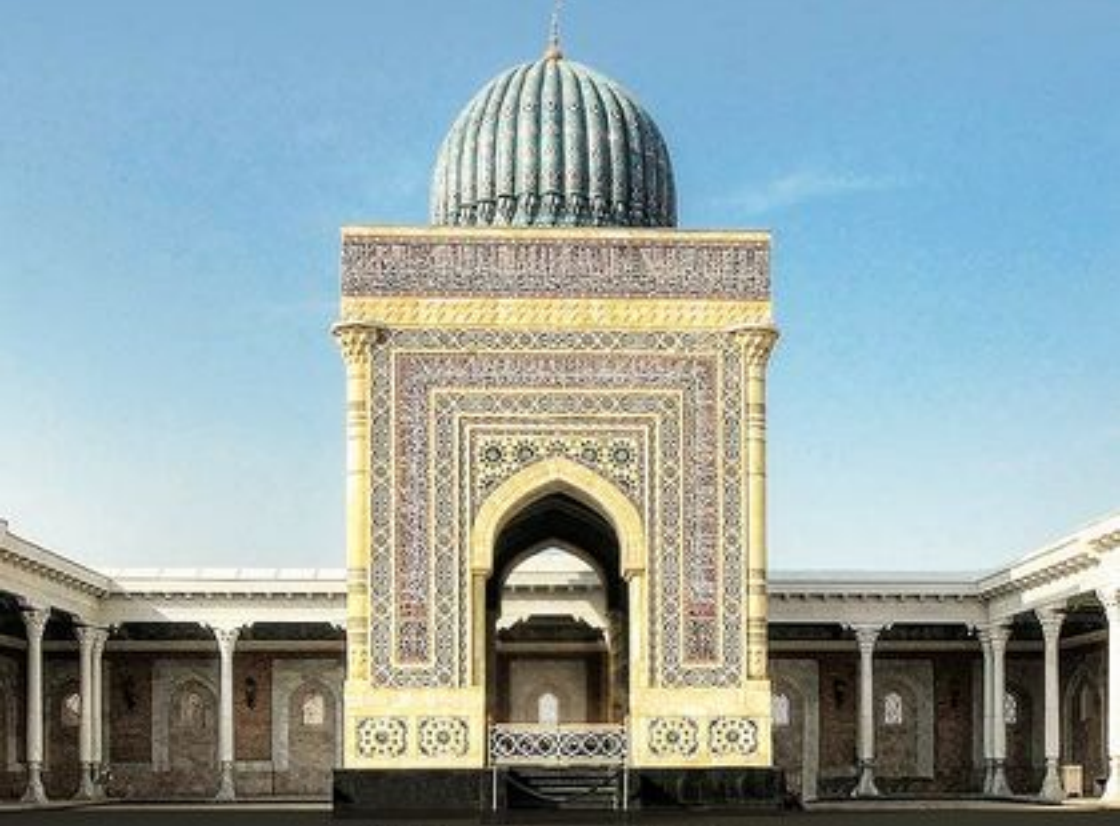

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে যায়। **(মু'জামুল কবীর, ৩/৮২, নম্বর- ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! মুহাদ্দীসিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব যাদের শান ও মহত্ব এবং মর্যাদা অনেক উচ্চতর, এই ব্যক্তিত্বরা আশিকে রাসূলের প্রেরণায় উদ্দেলিত হয়ে নিজের সারা জীবন হাদীসে পাকের প্রচার ও প্রসারে (Propagation) অতিবাহিত হয়। এই সকল বুযুর্গ ব্যক্তিত্বদের মাঝে যে মান ও মর্যাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নসীব হয়েছে তার উদাহরন তিনি নিজেই। যেহেতু শাওয়ালুল মুকাররমের মুবারক মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিলো এবং এই মাসেই তাঁর ওরসও উদযাপন করা হয়। সেহেতু এরই প্রসঙ্গে আজ আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর পবিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতের আগ্রহ সম্পর্কে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করে নিজের মাঝে ইবাদতের আগ্রহকে জাগ্রত করার চেষ্টা করি।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইবাদতের আগ্রহ

একবার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁরই কিছু শাগরেদ দাওয়াত দিলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাশরীফ নিয়ে

গেলেন, যখন যোহরের নামাযের সময় হলো তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নামায পড়লেন, অতঃপর নফল নামায পড়া শুরু করে দিলেন, যখন শেষ করলেন তখন জামার এক পাশ উঠিয়ে কাউকে বললেন: দেখো! আমার জামার ভেতর কি? দেখা গেলো একটি বিষাক্ত পোকা, যা ষোল বা সতের স্থানে ছোবল মেরেছিলো, যার কারণে তাঁর শরীর মুবারক ফুলে গিয়েছিলো। লোকেরা বললো: যখন সে প্রথম ছোবল মেরেছিলো আপনি তখনই নামায ছেড়ে দিলেন না কেন? বললেন: আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম, মন চাইলো যে, তা সমাপ্ত হয়ে যাক (তারপরই সালাম ফিরাবো)। **(তারিখে বাগদাদ, ২/১৩)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মুহাদ্দীসের সংজ্ঞা শ্রবণ করি।

মুহাদ্দীসের সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি হাদীসে নববীতে ব্যস্ত ও লিপ্ত হয় তাকেই মুহাদ্দীস বলা হয়ে থাকে। **(নুযহাতুন নযর ফি দ্বীহে নাখবাতুল ফিকির, ৪১ পৃষ্ঠা)**

জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

হে আশিকানে আউলিয়া! প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর জন্ম প্রসিদ্ধ শহর বুখারায় **১৩** শাওয়াল **১৯৪** হিজরীতে শুক্রবার আসরের নামাযের পর হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নাম মুহাম্মদ এবং উপনাম ছিলো আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো: মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর পিতামহ মুগীরা ক্ষেত খামার করতো এবং **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতো, কিন্তু পরে বুখারার শাসক **"ইয়ামান জু'ফার"** এর হাতে ইসলাম গ্রহন করে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ প্রায় ৬২ বছর বয়স পেয়েছেন এবং **১**লা শাওয়াল ২৫৬ হিজরী শনিবার ঈদুল ফিতরের রাতে অসুস্থতা অবস্থায় ওফাত গ্রহন করেন। সমরকন্দ (উজবেকিস্থান) থেকে কিছু দূরে **"খরতঙ্ক"** নামক লোকালয়ে তাঁর আলিশান মাযার মুবারক বিদ্যমান।

(আশিয়াতুল লুমআত, ১/৯-১৩)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫-৫৬)

উপাধী সমূহ

আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদীস, হাফিযুল হাদীস, মুহাদ্দীস, মুফতী, হিবরুল ইসলাম ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধী। **(মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি রওশন ফয়সালে, ৪৪ পৃষ্ঠা)**

তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা

(হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওস্তাদে কিরামের সংখ্যা এক হাজার আশি (১০৮০) জন। **(নুজহাতুল ক্বারী, ১/১১৯)**

তাঁর শাগরেদের সংখ্যা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (হযরত সায়্যিদুনা) ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের সময় নব্বই হাজার (৯০,০০০) মুহাদ্দীস শাগরেদ (হাদীস শাস্ত্র জানা) রেখে গেছেন। **(মলফুযাতে আলা হযরত, ২৩৮ পৃষ্ঠা)**

তাঁর সম্মানিত পিতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা জবরদস্ত আলিমে দ্বীন ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সহচর্যে থাকতেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকারী ও হাদীস শাস্ত্র জ্ঞাত ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمَا, তাঁদের শাগরেদ এবং সেই যুগের হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাতদের থেকে বর্ণনা করতেন, তাঁর দোয়া অনেক বেশি কবুল হতো, এমনকি **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করতেন যে, আমার সব দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করো না, কিছু আখিরাতের জন্যও রেখে দিও, হালাল খাবারের প্রতি এমন কঠোন ছিলেন যে, হারাম তো হারামই সন্দেহযুক্ত জিনিষ থেকেও বিরত থাকতেন, এমনকি প্রকাশ্য ওফাতের সময় বলেন: আমার নিকট যতটুকু সম্পদ রয়েছে, তাকে একটি দিরহামও সন্দেহযুক্ত নয়।

(নুজহাতুল ক্বারী, ১/১০৭)(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৫)

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তখনও অল্প বয়সি ছিলেন যে, তাঁর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল হয়ে গেলো এবং তাঁর লালন

পালনের সকল দায়িত্ব তাঁরই সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا পালন করেন। শিশুকালেই হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চোখের দৃষ্টি শক্তি চলে যায়। সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এই কষ্টে কাঁদতে থাকেন এবং কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকেন। এক রাতে ঘুমানোর সময় ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, মনের চোখ খুলে গেলো, স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং বলছেন যে, **"আপনি আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসার জন্য দোয়া করতে থাকতেন। মুবারক হোক যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা আপনার সন্তানের চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।"** যখন সকাল হলো তখেন দেখা গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দৃষ্টি শক্তি ফিরে এসেছে। **(তাফহিমুল বুখারী, ১/৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা** মায়ের দোয়ায় কিরূপ প্রভাব রেখেছেন যে, মা যখন সন্তানের জন্য দোয়া করেন তখন **রব তায়ালা** তার উঠানো হাতের সম্মান রাখেরন এবং সন্তানের হকে তার দোয়া কবুল করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মা হলো সেই দয়ালূ ব্যক্তি যে সন্তানের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করে থাকেন, মায়ের দোয়া জান্নাতে নিয়ে যায়, মায়ের দোয়া **রব তায়ালার** অনুগত বনিয়ে দেয়, মায়ের দোয়া বিপদাপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মায়ের দোয়া সন্তানকে বেলায়তের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের কিসমত সজ্জিত করে দেয়, মায়ের দোয়া সন্তানের হকে কবুল হয়ে থাকে, মায়ের দোয়া সফলতা প্রদান করে থাকে, মায়ের দোয়া রহমত অবতীর্ণ করে, মায়ের দোয়া গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যম, মায়ের দোয়ার বরকতে **রব তায়ালা** সন্তান থেকে বিপদাপদ এবং পেরেশানি দূর করে দেয়। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে আমাদের মায়ের খেদমত করার, তাঁদের আনুগত্য করার, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং তাঁদের থেকে দোয়া অর্জনকারী কাজ করার তৌফিক ও সৌভাগ্য নসীব করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! যদি আমরা মুহাদ্দীসিনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পবিত্র জীবনি নিরীক্ষণ করি, তবে তাঁদের পবিত্র জীবনে আমরা এই মাদানী ফুল ঝলমল করতে দেখবো যে, এই সকল ব্যক্তিরা হাদীসের জ্ঞানার্জনের জন্য এবং রাসূলের হাদীসের ফয়েযকে প্রসার করার জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন, এমনকি এই পথে নিজের ঘর বাড়িকেও বিদায় জানিয়ে দূরের কোন দেশে এবং শহরে সফর করে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যেহেতু স্মরনিয় বুযুর্গ ছিলেন, সেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুহাদ্দীসিনে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে এই উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ছাড়লেন, দূর দূরান্তের শহর সফর করলেন এবং খুবই অল্প সময়েই হাদীসের মাঠের নিজের সক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করেন। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানার্জনের আগ্রহের কয়েকটি ঝলক অবলোকন করি।

শিক্ষাকাল

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বয়স যখন দশ বছর হলো তখন প্রাথমিক ও প্রয়োজনিয় শিক্ষা অর্জন করে নিয়েছিলেন, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর অন্তরে হাদীসের জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"বুখারা"**য় (হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি মাদরাসায়) ভর্তি হয়ে গেলেন, হাদীসের জ্ঞান কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন, ষোল বছর বয়সে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর বড় ভাই এবং আম্মাজানের সাথে হজ্ব করার জন্য মক্কা মদীনায় উপস্থিত হন, আম্মাজান এবং ভাই তো হজ্ব সম্পাদন করে দেশে ফিরে যান কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো জ্ঞানার্জনের জন্য সেখানেই রয়ে যান এবং আঠারো (১৮) বছর বয়সে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখাই একটি কিতাব রচনা করেন। **(আরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৬) (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসিন, ১৭২ পৃষ্ঠা)**

জ্ঞানার্জনের জন্য সফর

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছয় বছর পবিত্র হিজাজে (অর্থাৎ আরব শরীফের ঐ অংশ, যেখানে মক্কায়ে পাক, মদীনায়ে পাক এবং তায়েফের এলাকা অন্তর্ভূক্ত) অবস্থান করে জ্ঞানার্জন করেন। জ্ঞানার্জন করার জন্য

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ অনেক সফর করেছেন, দুইবার সিরিয়া, মিশর এবং জাজিরা, চারবার বসরা এবং কয়েকবারই (ইরাকের শহর) কুফা এবং বাগদাদেও তাশরীফ নিয়ে যান। (সিয়রে আলামুন নিবালা, ১০/২৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের যেসকল নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, তার মধ্যে একটি হলো **"মুখস্ত রাখার ক্ষমতা"**। যার মাধ্যমে মানুষ সারা দুনিয়ার জ্ঞানকে নিজের মস্তিষ্কের মেমোরীতে সহজেই সংরক্ষন করে নেয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় এবং এর দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারীতা অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কেও সেই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যাঁদেরকে **আল্লাহ তায়ালা** মুখস্ত রাখার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **আল্লাহ তায়ালার** দরবার থেকে পাওয়া এই মহান নেয়ামত এবং অনন্য স্মরনশক্তির মাধ্যমে হাজারো হাদীসে মুবারকা নিজের অন্তর মস্তিষ্কে সংরক্ষন করে নিয়েছিলেন। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার কয়েকটি ঝলক শ্রবণ করি।

এক হাজার হাদীস মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ (খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর) বলখে গমন করেন, লোকেরা তাঁর নিকট হাদীস শুনানোর অনুরোধ করলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এক হাজার (১০০০) হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন। (সিয়রে আলামুন নাবালা, ১০/২৮৯)

১৬ দিনে ১৫ হাজার হাদীস শরীফ

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবী হাতিম ও হযরত সায়্যিদুনা হাশিদ বিন ইসমাঈল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِمَا বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ অল্প বয়সেই আমাদের সাতে হাদীসের জন্য বসরা শহরের ওলামায়ে কিরামের খেদমতে উপস্থিত হতেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ ছাড়া আমরা সকল সাথীরা হাদীস শরীফ সংরক্ষনের জন্য লিখে নিতাম, ষোল দিন অতিবাহিত

হওয়ার পর একদিন আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে ধমক দিলাম যে, হাদীস শরীফ সংরক্ষন না করে এতদিনের প্ররিশ্রম নষ্ট করে দিলে। একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আমাদেরকে বললেন: আচ্ছা তোমরা তোমাদের লিখিত পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে এসো, সুতরাং আমরা নিজ নিজ পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে আসলাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হাদীস মুনাতে মুরু করলেন, এমনকি তিনি পনের হাজার (১৫০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীস বর্ণনা করলেন, যা শুনে আমাদের মনে হলো যে, এই বর্ণনাগুলো যেনো হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِই আমাদের লিখিয়েছেন।

(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

সত্তর হাজার হাদীসের হাফিয

একবার হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে বললেন: যদি আপনি কিছুক্ষণ আগে আসতেন তবে আমি আপনাকে সেই শিশুকে দেখাতাম, যার সত্তর হাজার (৭০০০০) মুখস্ত। এই আশ্চার্য জনক কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর অন্তরে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ সৃষ্টি হলো, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন সালাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবার থেকে বিদায় নেয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কে খুঁজতে লাগলেন, যখন (হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর সাথে) সাক্ষাত হলো তখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন মুজাহিদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন: সেই সত্তর হাজার (৭০০০০) হাদীস মুখস্তকারী কি আপনি? একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আরয করলেন: জি হ্যাঁ! আমার তো এর চেয়েও বেশি হাদীস মুখস্ত এবং যে সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আর তাবেঈনদের থেকে হাদীস বর্ণনা করি, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও জানি। **(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৫৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللّٰه! আপনারা শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুখস্ত শক্তি কিরূপ শানদার ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাল্যকালেই শুধু সত্তর হাজার (৭০০০০) এর চেয়েও বেশি হাদীসে মুবারাকা মুখস্ত করেননি বরং সেই হাদীস সমূহের বর্ণনাকারী অধিকাংশ বুযুর্গের জন্ম তারিখ, বাসস্থান এবং ওফাতের তারিখও মুখস্ত করে নেন, নিঃসন্দেহে এটি **আল্লাহ তায়ালার** বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান ও উৎকর্ষতা যে, লোকেরা তাঁর মুখস্ত শক্তির সক্ষমতার প্রশংসা করতেন, আর আজ আমাদের মুখস্ত শক্তি খুবই দূর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমাদের তো বিগত দিনের সামান্য কথাও মনে থাকে না, ইংরেজি মাস ও এর তারিখ তো মনে থাকে কিন্তু আফসোস! মাদানী অর্থাৎ চন্দ্র মাস এবং এর তারিখের প্রতি উদাসীন থাকি, জিনিষের হিসাব নিকাশে প্রায় সমস্যার সম্মুখিন হয়ে যাই, নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে যাই যে, কত রাকাত পড়েছি আর কত রাকাত অবশিষ্ট রয়েছে, কোন কিতাব বা রিসালা কয়েকবার পড়ার পরও এর বিষয়বস্তু বা মাসআলা আমাদের মনে থাকে না। যাই হোক যদি আমরা আমাদের মুখস্ত শক্তিকে শক্তিশালী বানাতে চাই, ভূলে যাওয়া রোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই, মুখস্ত শক্তিকে মজবুত করার পদ্ধতি জানতে চাই এবং ভূলে যাওয়ার রোগের কারণ জানতে চাই তবে এর জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?"** অধ্যয়ন করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

স্মরন শক্তি মজবুত করার সহজ অযীফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই দরূদ শরীফের ফযীলত উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেন: যদি কোন ব্যক্তির ভুলে যাওয়ার রোগ হয়, তবে সে মাগরীব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে এই দরূদ শরীফটি বেশি বেশি করে পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণশক্তি মজবুত হয়ে যাবে। (মাদানী পাঞ্জেসূরা, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজের কোন কৃতিত্বের কারণে জনসাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে **"কিছু"** মনে করতে থাকে, অন্যদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, নিজের কাজ কর্ম নিজের হাতে করতে লজ্জা ও অপমান মনে করে থাকে, দুনিয়াবী লোভ ও লালসা এবং আরো বেশি প্রসিদ্ধির ভূত তার উপর ভর করে বসে এবং সে দুনিয়াবী স্বাদে ডুবে আখিরাতের চিন্তা থেকে উদাসীন হয়ে যায়। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রতি! লাখো হাদীস মুখস্ত করে নেয়ার পরও অহঙ্কার ও গর্বকে কখনো তার নিকটেও আসতে দেননি, নম্রতা ও বিনয়ের আচঁল আঁকড়ে ছিলেন, একেবারে সাধাসিধে এবং ছাত্র জীবন থেকেই সাধনা ও অল্পেতুষ্টিতাকে আপন করে নেন।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বিনয় ও নম্রতা

তাঁর বিশেষ শাগরেদ মুহাম্মদ বিন হাতেম ওয়াররাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বুখারার নিকট মুসাফিরদের অবস্থানের জন্য ঘর বানাচ্ছিলেন, খেদমতকারী এবং ভক্তরাও তাঁর সাথে ছিলেন, কিন্তু এরপরও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের হাতেই ইট উঠিয়ে দেওয়াল বানাতে থাকেন, আমি অগ্রসর হয়ে বললাম: আপনি ছেড়ে দিন ইট আমিই লাগাচ্ছি। বললেন: কিয়ামতের দিন এই কাজ আমাকে উপকৃত করবে।

(ইরশাদুস সারি, তরজুমাতিল ইমাম বুখারী, ১/৬৫)

শুকনো রুটি খেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শিক্ষার্জন কালে অনেক সময় শুকনো ঘাস খেয়েও সময় অতিবাহিত করেন, কখনো কখনো একদিন সাধারনত শুধু দু'টি বা তিনটি রুটি খেতেন। একবার অসুস্থ হয়ে গেলেন, ডাক্তার বললেন যে, মুকনো রুটি খেতে খেতে তাঁর অন্ত্র শুকিয়ে গেছে, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চল্লিশ (৪০) বছর পর্যন্ত শুকনো রুটি খাচ্ছেন এবং এই সময়ে তরকারীকে একেবারেই হাত লাগাননি। **(তাযকিরাতুল মুহাদ্দীসিন, ১৮৬ পৃষ্ঠা)**

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন তো যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য কিরূপ জবরদস্ত মাদানী প্রেরণা হতো, যারা তরকারী ছাড়াই শুকনো রুটি খেয়েও খুবই আগ্রহ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত থাকতেন। আর বর্তমানে আমাদের সমাজ দুনিয়াবী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ডিগ্রি এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য দিনরাত কর্মরত থাকতে দেখা যায়, কিন্তু দ্বীনি মাদরাসা ও জামেয়ায় উত্তম ও ফ্রি সুবিধা থাকার পরও পাঠকারীদের সংখ্যা খুবই কম আর অবস্থা এমন যে, অনেক লোক তো শরীয়তের মৌলিক ফরয ও ওয়াজিব সমূহ সম্পর্কেও উদাসিন। যেমনটি

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের কাজ নয় বরং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, বর্তমানে মুসলমানের একটি বড় অংশ ইলমে দ্বীন থেকে দূরে সরে আছে। নামাযিদের দিকে তাকালে দেখা যায় চল্লিশ বছর ধরে নামায পড়ার পরও অবস্থা এমন যে, কেউ অযু করতে জানে না, কারো গোসলের পদ্ধতি জানা নেই, কেউবা নামাযের ফরয সমূহ সঠিকভাবে আদায় করছে না, কেউবা ওয়াজিব কি জানে না, কারো কিরাত বিশুদ্ধ নয় তো কারো সিজদাই ভূল। এই অবস্থা অন্যান্য ইবাদতেও, বিশেষ করে যারা হজ্ব করেছে তারা জানে যে, হজ্বে কি ধরনের ভূল করা হয়! তাদের মধ্যে অধিকাংশই এমন যে, যাদেরকে এরূপ বলতে দেখা যায় যে, ব্যস! হজ্ব করতে চলে যাও, লোকেরা যেভাবেই করছে, আমরাও সেভাবেই করবো। যখন ইবাদতের এই অবস্থা তখন অন্যান্য ফরয জ্ঞানের কি অবস্থা হবে? শুধু তাই নয়, হিংসা, বিদ্ধেষ, ক্ষোভ, অহঙ্কার, গীবত, চুগলী, অপবাদ এবং জানিনা এমন কতটি কাজ রয়েছে, যাঙার সম্পর্কে জানা ফরয। কিন্তু একটি বিরাট অংশ এর সংজ্ঞা বরং এর ফরয হওয়া সম্পর্কেও জ্ঞান নেই। এটা এমন বিষয় যার গুনাহ হওয়া সাধারনত লোকেরা জানে এবং ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন যেমন; ক্রয়-বিক্রয়, চাকরী, মসজিদ ও মাদরাসা এবং অন্যান্য অনেক বিষয় এমন, যার সম্পর্কে লোকেরা এটাও জানে না যে, এর কোন মাসআলাও আছে, ব্যস! চারিদিকে একটি আশ্চার্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের উচিৎ যে, নিজেও ইলমে দ্বীন

অর্জন করা এবং যাদের উপর তাদের ক্ষমতা রয়েছে তাদেরকেও ইলমে দ্বীন অর্জনের উৎসাহ দেয়া। যদি প্রত্যেক পিতামাতা নিজ সন্তানদেরকে, সকল শিক্ষক তাদের ছাত্রদেরকে, সকল পীর সাহেব তাদের মুরীদদেরকে এবং সকল অফিসার এবং কর্মকর্তারা তাদের অধিনস্তদেরকে ইলমে দ্বীনের দিকে লাগিয়ে দেয় তবে কিছু দিনের মধ্যেই চারিদিকে ইলমে দ্বীনের উন্নতি ও প্রসার হয়ে যাবে আর মানুষের চালচলন সয়ংক্রিয় ভাবে শরীয়ত অনুযায়ীই হয়ে যাবে। বর্তমানে যে স্পর্শকাতর অবস্থা বিরাজ করছে, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, একবার স্বর্ণকারদের একটি বড় অংশকে এক জায়গায় একত্রিত করা হলো, যখন তাদেরকে বিস্তারিত ভাবে এর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা হলো তখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বর্তমানে স্বর্ণ ও রূপার ব্যবসার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা প্রায় আশিভাগই শরীয়তের পরিপন্থি এবং বাস্তবতা এটাই যে, আমাদের অন্যান্য ব্যবসা ও চাকরীতেও এমনই অবস্থা বিরাজ করছে। যখন অবস্থা এতই বয়াবহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের দায়িত্ব অনুধাবন করতে পারবে, তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই আবশ্যক যে, ইলমে দ্বীন শিখা এবং যথাসম্ভব অপরকেও শিখানো বা এই পথে পরিচালিত করা। (সীরাতুল জিনান, ৬/২৯০)

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "ফজরের পর মাদানী হালকা"

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, ফরয জ্ঞান অর্জন করা কিরূপ আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং অলসতা দূর করুন, উদাসীনতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হোন এবং ফরয জ্ঞান অর্জনের জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আর যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো **"ফজরের পর মাদানী হালকা"**। যাতে ফযরের নামাযের পর মসজিদে প্রতিদিন তিন আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ এবং তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, তাফসীরে নূরুল ইরফান বা তাফসীরে সীরাতুল জিনান, মাদানী দরস (৪পৃষ্ঠা ফয়যানে সুন্নাতের দরস) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ করা হয়, এরপর শাজারা হতে কিছু অযিফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে দৈনিক এই মাদানী কাজ **"ফজরের পর মাদানী হালকা"** এর বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"ফজরের পর মাদানী হালকা"** অধ্যয়ন করুন, সকল ইসলামী ভাই এই রিসালাটি অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টলের পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

এই রিসালাটির বরকতে আপনারা পাঠ করতে পারবেন। ✯ ফজরের পর মাদানী হালকা কাকে বলে? ✯ মাদানী হালকা লাগানোর পদ্ধতি ✯ পূর্ববর্তি বুযুর্গদের মাদানী হালকা ✯ মাদানী হালকার বিষয়ে ব্যাখ্যা ✯ ফয়যানে সুন্নাত সম্পর্কীত উপকারী জ্ঞান ✯ শাজারা শরীফ পাঠ করার বরকত ✯ দোয়ার উপকারীতা ✯ ইশরাক ও চাশতের বরকত ✯ মাদানী হালকা লাগানোর উপকারীতা এবং ✯ মাদানী হালকা লাগানোর কিছু সতর্কতা ইত্যাদি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী হালকার বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়, ❋ ফজরের পর মাদানী হালকার বরকতে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, ❋ ফজরের পর মাদানী হালকা কোরআনে করীমকে অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে বুঝার অনন্য মাধ্যম, ❋ ফজরের পর মাদানী হালকার বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়ে থাকে, ❋ ফজরের পর মাদানী হালকার বরকতে ইশরাক ও চাশতের নফল পড়ার সুযোগ অর্জিত হয়, ❋ ফজরের পর মাদানী হালকায় বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কল্যাণময় আলোচনা সমৃদ্ধ শাজারা শরীফ পাঠ করা ও শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয় এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আলোচনা রহমত অর্জনের উপায়, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: নেককার লোকেদের আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০)

সুতরাং আপনারাও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং **"ফজরের পর মাদানী হালকা"**য় অংশগ্রহন করে এর বরকত অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। আসুন! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার একটি ঈমানোদ্দীপক বাহার শ্রবণ করুন।

উচ্চ স্বরে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করা শুরু করে দিলো

বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ আশিকানে রাসূলের মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অনেক বেশি মর্ডান ছিলো, সৌভাগ্যক্রমে তার আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নসীব হয়ে গেলো, সুন্নাতের উপর আমলকারী আশিকানে রাসূলের সহচর্য এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রশিক্ষণের বরকতে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে লাগলো। মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার কিছুদিন পর শাওয়ালুল মুকাররমের একরাতে ইশার নামায আদায় করার পর হঠাৎ বুখে ব্যাথা অনুভব করলো, যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, ডাক্তারের নিকট নেয়া হলো, ঔষধে কোন কাজ করলো না, কিন্তু অতঃপর হঠাৎ সে উচ্চ স্বরে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করতে শুরু করলো, তার ছেলে এরূপ হঠাৎ কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন: বৎস! সামনে দেখো আমার পীর ও মুর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করার শিক্ষা দিচ্ছেন। একথা বলে আবারো উচ্চ স্বলে কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করা শুরু করলেন এবং এভাবেই কলেমা তৈয়্যবা পাঠ করতে করতে তিনি ইন্তিকাল করলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে মুবারাকার সম্মান

হে আশিকানে রাসূল! নিঃসন্দেহে এটাই বাস্তবতা যে, যার সাথে প্রেম হয়ে যায়, তার সাথে সম্পর্কীত প্রতিটি জিনিষও প্রিয় হয়ে যায়, যেমন; মাহবুবের ঘর, এর দেয়াল এমনটি মাহবুবের অলি গলির প্রতিও ভক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যারা নবীর প্রেমে মত্ত হয়ে গেছে তারা তাঁর সাথে সম্পর্কীত হওয়ার কারণে তাঁর হাদীসে মুবারাকার প্রতি ভালবাসা কেনইবা রাখবে না এবং কেনইবা এর সম্মান ও আদব করবে না। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কেও ঐসকল উৎকর্ষময় ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভূক্ত করা হয় যারা আদব ও সম্মানের অনুসারী এবং সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আদব ও সম্মানে আঁচল আকঁড়ে ধরে ইশকে মুস্তফার গভীর সমুদ্রে ডুব দিয়ে লাখো হাদীসে মুবারাকা থেকে

"সহীহ বুখারী" এর আকৃতিতে বিশুদ্ধ হাদীসে মুবারাকার অমূল্য ভান্ডার জমা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে দান করেছেন। আসুন! এই কিতাবের শান ও মহত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হাদীস লিখার ধরন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **"সহীহ বুখারী"** তে প্রায় ছয় হাজার (৬০০০) হাদীস উল্লখ করেছি, প্রতিটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করতাম, দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতাম এবং ইস্তিখারা করতাম। যখন কোন হাদীস সহীহ হওয়াতে মন সায় দিতো তখনই তা কিতাবে অন্তর্ভূক্ত করে নিতাম। **(হাদীসে সারি, ভূমিকা, ১/১০)(নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)**

ছয় লক্ষ হাদীসের হাফিয

অপর এক স্থানে বলেন: আমার ছয় লক্ষ হাদীস মুখস্ত, যা থেকে বাচাই করে করে ষোল (১৬) বছরে আমি এই সংকলন (বুখারী) লিপিবদ্ধ করেছি, আমি একে নিজের এবং **আল্লাহ তায়ালার** মাঝে দলীল বানিয়েছি। **(ফতহুল বারীর ভূমিকা, ১০ পৃষ্ঠা)** আমি আমার এই কিতাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসই সংকলন করেছি এবং যে সকল হাদীস আমি এই ভেবে ছেড়ে দিয়েছি যে, কিতাব অনেক বড় হয়ে যাবে, তা এর চেয়েও বেশি। **(নুজহাতুল কারী, ১৩০ পৃষ্ঠা)**

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো অনেক কিতাবও[১] লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঐ মহান কৃর্তি, যা শুধুমাত্র জনসাধারণের নিকট মকবুল হয়নি বরং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকেও এটিকে মকবুলিয়্যতের সম্মান দান করা হয়েছে, এভাবে যে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটিকে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন **"আমার কিতাব"** বলে।

---

১. যেমন; তারিখুল কবীর, তারিখুল আওসাত, তারিখুস সগীর, কিতাবুদ দা'ফা, খলকুল আফআলুল ইবাদ, মুসনাদুল কবীর, কিতাবুল অলাল, আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদি।

প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে সহীহ বুখারী শরীফের মকবুলিয়্যত

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু যায়িদ মারওয়াযি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার মক্কা শরীফের মকামে ইব্রাহিম এবং হাজরে আসওয়াদের মধ্যখানে ঘুমাচ্ছিলাম, এমন সময় আমার নসীব জেগে উঠলো এবং স্বপ্নে দেখলাম যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছিলেন: হে আবু যায়িদ! শাফেয়ী কিতাবের দরস কতদিন দিবে, আমার কিতাবের দরস কেন দিচ্ছো না? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বললেন: আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আপনার কিতাব কোনটি? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: মুহাম্মদ বিন ইসমাইলের সংকলন অর্থাৎ ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর কিতাব **"বুখারী শরীফ"**। (বুসতানুল মুহাদ্দীসিন, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! ভাবুন তো একবার! যে কিতাবকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করেছেন এবং তা নিজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তবে অনুমান করুন যে, তা পাঠকারী, শ্রবণকারী এর খতমকারীর এর কিরূপ বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে খতমে বুখারীর কয়েকটি বরকত অবলোকন করি।

খতমে বুখারীর উপকারীতা

(কিছু কিছু) আফিরগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام থেকে বর্ণিত: যদি কোন সমস্যায় সহীহ বুখারী পাঠ করা হয়, তবে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে যায় এবং যে নৌকায় সহীহ বুখারী রয়েছে তা ডুববে না। হাফিয ইবনে কাসির رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: খরার সময় **"সহীহ বুখারী"** পাঠ করাতে বৃষ্টি হয়ে যায়। (তাযকিরায়ে মুহাদ্দীসিন, ১৯৮ পৃষ্ঠা) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: কঠোরতার সময়, শত্রুর ভয়, অসুস্থতার কঠোরতা এবং অন্যান্য বালা মুসিবতে এই কিতাব পাঠ করা চিকিৎসার কাজ দেয়, প্রায় এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ২৭৪ পৃষ্ঠা) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: কোরআন শরীফের পর বিশুদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফকেই মানা হয়,

বিপদাপদে খতমে বুখারী করা হয়, যার বরকত এবং **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কয়েদী সংশোধন মজলিশ

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা যে, **"সহীহ বুখারী"** কিরূপ বরকতময় কিতাব এবং এর বরকতে কিরূপ সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। তো আসুন! আপনারাও ফয়যানে ইমাম বুখারী এবং ফয়যানে সহীহ বুখারী দ্বারা সমৃদ্ধশালী হতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীনের খেদমতের জন্য নিজের খেদমত দিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে দ্বীনের খেদমতে প্রায় ১০৭টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমত করে যাচ্ছে, যার মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"কয়েদী সংশোধন মজলিশ"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দ্বীনের তাবলীগের পবিত্র প্রেরণার অধীনে মুসলমান কয়েদীদের সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের জন্য দুনিয়া জুড়ে অনেক জেলখানায় **দা'ওয়াতে ইসলামীর** বিভাগ **"কয়েদী সংশোধন মজলিশ"** এর মাধ্যমে মাদানী কাজের ব্যবস্থা করা হয়। অসংখ্য জেলখানায় কোরআন শিক্ষার জন্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পর্যায়ক্রমে আরো জেলখানায় এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হবে। অনক জেলখানায় প্রতিদিন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা থেকে দরস দেয়া হয়। পেরেশানগ্রস্থ অসহায় কয়েদীদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** তাবীযাত ও মাকতুবাতে আত্তরীয়া মজলিশের প্রদত্ত তাবীযাত **ফি-সবিলিল্লাহ** প্রদান করা হয়। মুক্তি প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন কোর্সও করানো হয়ে থাকে। যেমন; ৪১ দিনের মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স, ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্স, ১২ দিনের মাদানী কোর্স, ইমামত কোর্স এবং মুদাররিস কোর্স ইত্যাদিও করানো হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! সাধারনত একজন সাধারন মানুষ যতদিন দুনিয়ায় জীবিত থাকে ততদিন তো সে অপরের উপকার করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু মারা যাওয়ার সাথে সাথেই এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায় তবে আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام শান ও মহত্ব এতই উচ্চ ও মহান যে, যতদিন এই ব্যক্তিত্বরা এই নশ্বর দুনিয়ায় নিজের প্রকাশ্য হায়াতের সহিত বিদ্যমান থাকে তবে নেককার হোক বা গুনাহগার সবাইকেই উপকৃত করে থাকে এবং চারিদিকে নিজের বরকত ছড়াতে থাকে, অতঃপর যখন এই ব্যক্তিত্বরা নিজের পবিত্র মাযারে তাশরীফ নিয়ে যায় তখন সেখানেও তাঁর স্বত্বা এবং তাঁর মাযার শরীফ থেকে বরকত প্রকাশিত হতে থাকে এবং লোকেরা উপকৃত হতে থাকে। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি কারামত এবং তাঁর মাযার শরীফের একটি বরকত পর্যবেক্ষন করি।

সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওসীলায় দোয়া

আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রকাশ্য ওফাতের (২০০ বছর) পর সমরকন্দে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে লোকেরা এক ফোঁটা পানির জন্য কাতর হয়ে গেলেন, লোকেরা অনেকবার ইসতিস্কার নামায পড়লো এবং দোয়া করলো কিন্তু বৃষ্টি হলো না, অতঃপর একজন নেককার ব্যক্তি যে দুনিয়ার প্রতি উদাসীন এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, শহরের কাযীর নিকট গেলেন এবং তাকে পরামর্শ দিলেন যে, শহরের মানুষদেরকে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবরে যাও এবং সেখানে গিয়ে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করো, হয়তো **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের দোয়া কবুল করবেন, কাযী এই পরামর্শ গ্রহন করলেন এবং লোকজনকে সাথে নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবরে গেলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওসীলায় দোয়া করলেন এবং কান্নাকাটি করলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট দোয়া কবুল হওয়ার জন্য সুপারিশ করলেন, খুবই বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করলেন, তখনই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেলো, সাতদিন পর্যন্ত

লাগাতার বৃষ্টি হতে থাকে এবং এত বৃষ্টি হলো যে, লোকেদের জন্য **"খরতঙ্ক"** নামক জায়গা থেকে **"সমরকন্দ"** পর্যন্ত পৌঁছাও কঠিন হয়ে গেলো। (তাবকাতুল শাফিয়াতুল কুবরা, ২/২৩৪) (খরতঙ্ক থেকে সমরকন্দের দূরত্ব তিন মাইল)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এবং আহলে হক ওলামায়ে কিরামগণের এই অভ্যাস ছিলো যে, তারা নিজের সমস্যার সমাধানের জন্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মাযারে উপস্থিত হতেন এবং মনে আশা পূরণ হতো। আসুন! বরকত অর্জনের উদ্দেশ্যে বুযুর্গদের মাযারে উপস্থিত হওয়ার বরকত সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা শ্রবণ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা হাসান বিন ইব্রাহিম খাল্লাল হাম্বলি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমার কোন কিছুর চাহিদা হলে তখন আমি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মূসা বিন জাফর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নূরানী মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওসীলা পেশ করতাম। **আল্লাহ তায়ালা** আমার সমস্যা সহজ করে আমার আশা পূরণ করে দিতেন। (তারিখে বাগদাদ, ১/১৩৩)

২. শাফেয়ীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: আমি যখনই কোন চাহিদার সম্মুখীন হতাম তখন আমি দুই রাকাত নামায আদায় করে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাযার শরীফে গিয়ে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট দোয়া করতাম, **আল্লাহ তায়ালা** আমার চাহিদা দ্রুত পূরণ করে দিতেন। (আল খায়রাতুল হিসান, ৯৪ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রমযান! রমযানুল মুবারকের পর পরই শাওয়ালুল মুকাররমের সুভাগমন ঘটবে। সৌভাগ্যবান মুসলমান এই মাসে ঈদুল ফিতরের পর ছয়টি রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে এবং এর বরকত পেয়ে থাকে। আসুন! আমরাও ছয় রোযার ফযীলত শ্রবণ করি, যাতে আমাদেরও এই রোযা রাখার এবং এর বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়।

ঈদের পর ছয় রোযার ফযীলত

(১) "যে রমযানের রোযা রাখলো, অতঃপর ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেনো আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/৪২৫, হাদীস নং- ৫১০২)

(২) "যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর আরো ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে এমন যে, যেনো সারা জীবনের জন্যই রোযা রাখলো।"

(মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)

(৩) "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো, কেননা যে একটা নেকী করবে সে দশটি নেকী পাবে। **রমযান** মাসের রোযা দশ মাসের সমান এবং এই ছয়দিনের পরিবর্তে দুই মাস, সুতরাং সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।"

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২/১৬২, হাদীস নং- ২৮৬০,২৮৬১)

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা হলে, তবুও কোন অসুবিধা নেই এবং উত্তম হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখলো আর অবশিষ্ট সারা মাসে মিলিয়ে রাখলো তবে তাও ভালো। (সুন্নী বেহেশতী যে'ওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মূলকথা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরো মাসে যখন ইচ্ছা ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাদীসে পাক সম্পর্কে মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে হাদীসে পাক সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করুন: (১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি দ্বীনি বিষয়ের ব্যাপারে চল্লিশটি (৪০) হাদীস শরীফ মুখস্ত করে আমার উম্মত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে, **আল্লাহ তায়ালা** (কিয়ামতের দিন) তাকে এরূপ শান সহকারে উঠাবেন যে, সে জ্ঞানী হবে এবং আমি কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো আর তার

পক্ষে সাক্ষ্য দিবো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ইলম, ফসলুস সালিস, ১/৬৮, হাদীস নং-২৫৮) (২) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সতেজ রাখবে, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরন রাখে এবং অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাবে। (তিরমিযী, ৪/২৯৮, হাদীস নং-২৬৬৫) ✯ ইসলামে কালামুল্লাহ (অর্থাৎ কোরআন) এর পর কালামে রাসূলাল্লাহ (অর্থাৎ হাদীস) এর মর্যাদা। (মীরাতুল মানাজিহ, ১/২)

ঘোষণা

হাদীসে পাকের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)